প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৭
মে ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণি
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : শ্রীকানাই পাল

ব্লক : দি স্টেটসম্যান লিঃ

ব্লক-মুদ্রক : ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাঃ লিঃ

প্রচ্ছদ-পরিমার্জন : ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানি প্রাঃ লিঃ

অধীক্ষক : শ্রীসুনীল দাস
স্টুডিয়ো গ্রাফিক
৩৩ ডক্টর সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৪

বইটি প্রেসে দেবার সময় যাঁদের নাম বিশেষ করে মনে এসেছে তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও স্যানফ্রানসিস্‌কো-বেদান্ত সোসাইটির স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ। এঁদের কাছে কোনো-না-কোনো ব্যাপারে ঋণী। সে-কারণে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই একাধিক বাংলা-পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক-মহোদয়গণকেও। যেহেতু এ বইয়ের বহু কবিতা তাঁদের সম্পাদিত সাধারণ ও শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতা
বৈশাখ ১৩৬৭

ম. চ.

এই লেখকের ঃ

ইতি তোমারই

হে প্রিয়বান্ধবী

সংকলিতা

রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ

জাহাজ

ডোভার পেরিয়ে

রাতের লণ্ডন

রঙীন লণ্ডন

RIPPLES

ও

অন্যান্য

রাগপ্রধান

Ragpradhan

by

Madhusudan Chatterjee

রাগপ্রধান

জল পড়ে।
আকাশে মেঘ।
ঘট নড়ে।
রাজাভিষেক!

গভীর রাত···
এ কোন্ পেঁচা···
জানালো সংকেত?
সাগর আসে
শাঁক বাজিয়ে
জলের তলে ক্ষেত!

জগন্নাথ!
অকেজো ছিপ,
প্রবাল দ্বীপ
আজ অনেক!

মনট্রিল

আততায়ী অন্ধকারে জ্বলে ওঠে পথের আলোক,
নিবে যায় সোনালী বিকেল।
অন্তিম উপান্তে এসে শিয়াল হরিণ আর বনের সেবল
পালটায় ভেল।
রোম নিয়ে চলে বেচাকেনা
পর্কুপাইন সোনার ভাগে ফাঁকি তো দেবে না!
বরফ গলেছে— এই বেলা
জলস্রোতে ভাসাও যত কাষ্ঠখণ্ড সজ্জিত করে—
ভেসে যাক শৃঙ্খলিত ভেলা।
ভ্যাঙ্কুভার বন্দর থেকে খনিজ অঞ্চলে
সিটি দিয়ে কতবার কত গাড়ি চলে;
কনটসুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি যদি পায় কোনো ট্রেন,
হ্যালিফ্যাক্সে তন্দ্রা নেই। ওঠে-নামে অবারিত ক্রেন।
আর,
কোস্টরেঞ্জ স্মরণে আনে বার্চ-ওক-সীডারের
অরণ্যবাহার!

ওঘরে ময়দার স্তূপ, মালিনী বানায় কেক
ঠোঁটে তার সোনালী আঁচিল।
দুচোখের তারা দুটো নীল।
এদিকে পাইনবন, সি-বি-সি'র গান
আর ঝলমলে ঝিল।
জ্যোৎস্নায় জেগেছে যেন শহর মনট্রিল!

শুনেছিনু একদিন

শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।
অশ্রান্ত অবাক্
হৃদয়েরে সাথে নিয়ে বাহিরিয়া এসেছিনু পথে,
বালুকা-ঝিনুকে ভরা সন্ধ্যার সৈকতে
রাখিতে চাহিয়াছিনু পদচিহ্ন ধরে,
পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে মিশেছে প্রান্তরে।
তবুও অবাক্ চোখে কতদিন ভোরে
দেখিয়াছি সৌন্দর্যের স্বপন-মৈনাক।
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

দেশে দেশে অনবদ্য যে শিষমহল
গড়িয়াছে শক-হুন তাতারের দল—
পূর্ব আর পশ্চিমের মিলিত সংজ্ঞায়,
বলা যায়
তাহাদেরই পিরামিড, কালো ক্যাথিড্রল!
ময়ূরের পাখা-ছোঁয়া অরণ্য-প্রাচীর
মাঞ্জুরিয়া উপকূলে যেথা আছে স্থির,
সেথায় যাত্রায় মোর আসেনি বিরতি;
বারে বারে জীবনের যত ক্ষয়, ক্ষতি—
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে—পার হতে পারে
বহিয়া এনেছে সেই উদ্দাম জোয়ারে—
সব পাপ, সব ক্লেদ বিধ্বংসী বৈশাখ।
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

কোথায় মালয় আর ম্যাডাগাসকর,
নরওয়ের রাত্রিভরা সূর্যরশ্মি-শর—
ফিলিপাইনের বনে তাদেরই সংঘাত
ব্রুনেনের হ্রদে তোলে ভোর করে রাত!
দ্বীপে দ্বীপে কথা চলে, পাহাড়চূড়ায়
লাইট হাউসের দীপ তারকা উড়ায়!
কখনো সবাক আর কখনো নির্বাক্
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

গোবি সাহারার বুকে প্রলয়-আগুন
দেখেছি তাতায়ে তোলে সমুদ্রের নুন।
হাঙরের সাথে পীত মাছের মিতালি।
সফেন কল্লোল রাতে ঢেলে দেয় কালি।
বন্দরে বন্দরে স্বর—আকাশবাণীতে
দিক হতে দিগন্তরে ছোটে চারিভিতে,
কেউ বা বাঁচিয়া ফেরে, কেউ কেঁদে ধায়
অশরীরী আত্মা হয়ে সাগর-বেলায়।
অশ্রান্ত উন্মনা সিন্ধুশকুনের দল,—
পাখায় তাদের শ্বেত-বিদ্যুৎ উছল।

তবুও দৃষ্টি তো গেছে সমুদ্রের মাঝ,
মেক্সিকোর অন্ধকারে দু'একটি জাহাজ—
যেথা হতে ধরেছিল আলোর মৌচাক!
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

কানাকানি

তুর্কীর এই দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে স্বপ্নসাধ জাগে
তারই ছায়া পড়ে ইন্দ্রকাননে নাকি ?
নম্‌পেন জুড়ে সেগুন গাছের বন আর দারুচিনি
সংকানদীর ব-দ্বীপের টুকিটাকি—
পেনাং-এর ঘন রবার গাছের বনে বনে নাকি আঁকে
সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় ফেনিল অস্ফুট আলপনা।
ফিলিপাইনের দ্বীপ ভরে গাটাপার্চা ও মেহগনি
সিনকোনা আর রবারে ছড়ায় সোনা।
এখানে এলে কি মনে হয় তাই ওরা যেন চেনা—চিনি ?
মিশরের ফিঙ্কস সবজিবিলাসী নীল নদীটার তীরে।
বাগদাদ আর টাইগ্রিস আর অপরূপ নিউগিনি
জঙ্গল হয়ে কানাকানি করে কিউ গার্ডেনের ভিড়ে !

ভূমধ্য সাগরের চাঁদ

ভূমধ্য সাগরের চক্রবাল থেকে চাঁদ উঠছে,
পরিপুষ্ট এক রক্তপিণ্ডের মতো।
আকাশে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কালো মেঘ—
বিশ্বচিত্রকরের কয়েকটা কালির পোঁচ।
সমস্ত সমুদ্র অন্ধকার আর উত্তাল!
উত্তাল সফেন স্রোত বিক্ষোভ জানাচ্ছে—মাথা কুটছে
আমাদের অভিজাত জাহাজখানাকে ঘিরে।
শুধু একটু ঔজ্জ্বল্য
যেখানে চাঁদ উঠছে।
আর আশপাশ অন্ধকার।
আকাশে এলোমেলো বিত্রস্ত কয়েকটা নক্ষত্র
ভয়ার্ত যুবতীর ঘর্মবিন্দুর মতো।

কখন ঝড় উঠবে—তার স্থিরতা নেই!

মেঘ চাইছে চাঁদকে গ্রাস করতে।
চাঁদ চাইছে মেঘকে পরাস্ত করতে।
দু'খানা জাহাজ দেখা গেল—বহু দূর দূরান্তে।
তাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে—
আলোর মৌচাক!

* * *

চাঁদ আর মেঘের সংঘাত
ভূমধ্য সাগরের নিজের উদ্ঘাটন!

গীটার বাজে

হুরনবার্গে রাত্রি এখন, গীটার বাজে।
দীপ নিবু-নিবু রাইনের তীরে, ব্যবসা শেষ ;
এলবে নদীর খাঁড়িতে নেমেছে তন্দ্রা বেশ !
মৌন হয়েছে মুখর দিনের বাণিজ্য-বন্দর।
গীটার বাজে ॥

বীচ-পাইনের অরণ্য আর অসংখ্য হ্রদ জুড়ে
সুরের কান্না ব্যাকুল করেছে মালবেরি-মর্মর,
জুরা পাহাড়ের উপত্যকায় উইলো বেঁধেছে ঘর,
গিরিখাত বুঝি ভরে যায় কোন্ মিঠে অতীতের সুরে
গীটার বাজে ॥

ঝিরিঝিরি হিম ঝরছে রাতের তুষার হয়ে,
আইভি-লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা পাশের বাড়ি।
জানলায় তার কাঁচের শার্সি, গ্লাসের সারি !
আলপনাগুলি নিবিড় হয়েছে বাষ্প বয়ে :
গীটার বাজে ॥

পাহাড়তলির কোন্ বিরহিণী হেলিয়ে মাথা
শুনছে জীবনে অনাগত এক গ্রীষ্ম-গাথা।
দ্রাক্ষাবনের লক্ষ্যবিহীন দ্বীপের মাঝে
সূর্যমুখীর গুচ্ছ সেজেছে পপির সাজে।
গীটার বাজে ॥

স্পেন—(১৯৫৭)

ঘুর্মন্ত দেশ স্পেন, তার ভাঙেনি এখনো ঘুম,
সোনালী যবের খেতে খেতে রাঙা রোদ্দুর কুঙ্কুম !
শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতা যায় পিল পিল করে উড়ে,
তুষার শুভ্র পীরিনীজ জাগে দিগন্ত রেখা জুড়ে ।
তারই কোল ঘেঁষে গির্জাশাসিত পড়ে আছে স্পেন,
নব্যবেকার ক্যাথলিক করে তন্বীর লেন-দেন !
লটারি-ফাটকা-ফ্যাসিজমে আজ আকাশস্বপ্ন বোনা,
তরুণী মেয়েটি মুটেগিরি করে, বুড়ো বাপ উন্মনা !
চোরাকারবারী স্থান পেয়েছিল একদিন যারা জেলে,
বিশ্বকুটিল নেতারা তাদের গদিতে তুলেছে ঠেলে ।
রকফেলারের প্রতিদ্বন্দ্বী নিকলাস ফ্রাঙ্কো সে—
পঞ্জিকা ঘুষ সমাজকে দিয়ে শোষণ করছে বসে !
ভিখারী-অধম-গরিব লোকের নয় আজ সরকার,
বিগত দিনের স্মৃতিকথা নিয়ে শুধুই অহঙ্কার !
ক্যাথলিক বই আড়াল দিয়েও তারি মাঝে কোনো লোক
ইলিয়া এহ্রেনবুর্গ ও আঁদ্রে জিদেতে রেখেছে চোখ !
কাফে গুলজার টাকার স্বপ্নে—পকেট গড়ের মাঠ,
ঈশ্বর নাকি বিরূপ—তাই না বিষণ্ণ তল্লাট !
যে জারক রসে ভিজানো, তাতেই ভিজেছে তো আখরোট,
এই দেশেতেই জন্মেছিলেন শ্রীডন কুইক্‌সট !
ভিন্‌সেন্ট ভ্যাঁন গঁগের আর্লস, কী মাধুরী থরে থরে,
সিনোরিতা, এটা ঘুমন্ত দেশ—ঘুমাও টালির ঘরে !

ছাতিটা খোলো

আহা কী সূর্য এখানে দাঁড়িয়ে আয়না ধরে,
ইউরেশিয়ার দুপুর ঝলসে চামড়া হলো,
ইস্পাতে গড়া সাঁকোর অস্থি বায়না ধরে,
টোকিওর পথে দেবযানী তবে ছাতিটা খোলো !

প্যাগোডার দেশ এই পথে ধস নেমেছে কিনা,
পাথর আর খনি নড়িয়েছে টাইফুন কি এসে ?
বন্যার ঘায় কর্পূরকায় শিকোকু-বীণা
গুহার প্রান্তে চিত্রার্পিত উঠছে ভেসে !

কাল রাতে ভূমিকম্প হয়েছে ল্যাকার বনে,
পাইন আর ওক তুঁতগাছ ছিল কী হাসি হেসে.
ভঙ্গ দিয়েছে মঙ্গোলীয়ের কঠিন রণে,
পৃথিবীকে তবু তারা শেষ ভালো গেছে তো বেসে !

ঘণ্টা পড়েছে কত রাত্তিরে—কে শুনেছিল ?
জলকল্লোলে অশ্বের পটু পদধ্বনি,
কে জানে তাঁবুতে ছিল কতগুলো ডানলোপিলো—
দেখাবে বলে কী দড়ি-কঞ্চির প্রদর্শনী ?

•

এখন কেমন ফুলগুলি দেখো ইয়োকোহামায়,
ফরমোজা তুলে ধরেছে আপেলফলের থোলো ;
খামারে খামারে ফুজিয়ামা কত রৌদ্র নামায়,
কড়া রোদ্দুরে দেবযানী তবে ছাতিটা খোলো !

মৃগ

কস্তুরীর তীব্র গন্ধে শিকারী আহত,
নাক দিয়ে টোসা-টোসা রক্ত ঝরে পড়ে।
বিপদ জানাতে গিয়ে চিতালের ছোট লেজ নড়ে,
জাভা ও তিব্বত-চীন-অরণ্যের টিলার উপরে
ওরা খাদ্য অন্বেষণে রত॥

শিঙ দিয়ে বরফ সরিয়ে খায়—ওরা কচি ঘাস,
তুচ্ছ করে এস্কিমো-সন্ত্রাস।
চোখের পলকে ওঠে কতবার গিরির মাথায়,
মুহূর্তে কখন নামে।—যখন আকাশ
গোধূলির মৃত্যুমেঘে লাবণ্য পাঠায়!
লাব্রাডোর-আলাস্কা আর ল্যাপল্যাণ্ড অঞ্চলে
কখনো 'হাঙ্গুল' বা 'কেরিবো'ও ওরা।
সোনালী বাদামী আর ডোরা।
সাইবেরিয়ার বনে-বনে চলে॥

তিন মণ ওজন, আর শাখা-প্রশাখায়
ওদের শিঙের রঙ কখনো বদলায়।
পুরুষের গলদেশে মাংসপিণ্ড ঝোলে,
ক্ষুরে-ক্ষুরে আর্তনাদ পাহাড়ে-জঙ্গলে—
শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্র অনিবার্য হলে!

কস্তুরীর গন্ধে হল এ-বাতাস ভারী।
মৃগচর্মে হবে জুতা, পবিত্র আসন।
মাথার খুলিটা হবে এ-ড্রয়িংরুমের ভূষণ,
শিঙ দিয়ে গড়া হবে সেতারের শৌখিন জোয়ারি॥

পীর পাঞ্জাল

এই হেমন্তকাল।
প্রাচীন তক্ষশীলায় প্রথুল ভীম পীর পাঞ্জাল!

ভারতসংস্কৃতির তীর্থে নিত্যকালের বাণী
এই পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে গেছে সঙ্ঘমিত্রদল?
বোবা ইতিহাসই ফুটিয়ে তুলেছে স্বাক্ষর-শতদল—
মহাপ্রাচ্যের বিদগ্ধ সন্ধানী!

বুঝি সম্রাট সন্ন্যাসী কোন্ পেতেছে সিংহাসন,
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনীহ উদ্বোধন।
দিগন্ত জুড়ে অনন্ত গান্ধার
মন্ত্রগুপ্ত বৌদ্ধযুগের অগ্র তোরণদ্বার।
দুঃসাধ্য এ পর্বতমালা শিবলিঙ্গের ভূমি,
হাভেলিয়ানের রেলপথ ছেড়ে এনেছে যে মৌসুমী

আহা হেমন্তকাল
সিন্ধুসীমানা ছুঁয়ে বুনেছে কী স্বপ্নের মায়াজাল!
দূরান্তরের হরিৎ উপত্যকার দুপাশে ছায়া ঃ
অরণ্যছায়া যুবতী মেয়ের মতো
সোহাগ ও সেবায় রত—
পথিক-প্রেমিকে পথে-পথে নিয়ে চলে,
যাযাবর বনহংসের দল আকাশে-বাতাসে জ্বলে!

আহা হেমন্তকাল,
কোথা হতে টেনে নিয়ে এল এই রঙীন পাখির পাল!
আকাশপ্রান্তে চোখ তুলে দেখি—কী দেখি তা মনে জানি,
চীরবাস জটাধারী সন্ন্যাসী উদ্দাম হিমালয়
অলঙ্ঘ্য দুর্জয়
রৌদ্রদীপ্ত তুষারচূড়ায় পরেছে রাজার স্বর্ণ-মুকুটখানি।

আহা হেমন্তকাল,
প্রাচীন তক্ষশীলায় প্রথুল ভীম পীর পাঞ্জাল!

দূর্বা ব্যানার্জি

নৈশ আকাশে গর্জন তুলে
বিমান দিয়েছে পাড়ি,
মাধবীলতায় ছাওয়া দ্বারগুলি—
কাঁপে সারি সারি বাড়ি !
পয়সা ফেলতে ভাঁড়ে নড়ে যায়
বুড়ো ময়রার হাত,
সন্দেশে লোভ নেই তবু চায়
সবার সুপ্রভাত !

ওই উত্তর ভারত কী কোন্ দ্রাবিড়-কলিঙ্গের
আকাশে চলেছে একই আওয়াজের জের !
অজন্তা গুহাশিল্পের দ্বারে রেখেছি মনন স্থির,
স্মৃতি মনে জাগে কালিকট আর দ্বারকা-তনুশ্রীর !
কুসুমের ভারে কবরী যেখানে ক্ষণেক্ষণে অস্থির !

কারাকোরামের অনন্ত বিস্তার
কী ভৌগোলিক বিস্ময় নিয়ে
তারা ছোঁয় তিস্তার !

গুম্ফার বুকে চিত্রকলার অনন্য রুচিবোধ
পুরাকীর্তির করবে কী ঋণ শোধ ?
আহা এ কণ্ঠ কার ?—
আকাশে যখন আলোর নিশানা
যাত্রার ঝঙ্কার !
মিলন ঘটে কী এশিয়াপ্রান্তে গগন-ধরিত্রীর ?

লামাজগতের চম্পাদেবের মাথায় দিনান্তের
একই আওয়াজের জের।
আলো কাঁপে ঝিকিমিকি!
তখন আমার টেপ-রেকর্ডারে এই সুকণ্ঠ কার?
তরুণী বৈমানিক
লক্ষ্যে নিয়ত ঠিক
কথা কয়ে ওঠে দূরান্ত থেকে
দূর্বা ব্যানার্জি কী?

রুমাল

বোম্বে মেলের এই কামরায়ও পড়েছে টান,
এখানে রয়েছে বিলেতযাত্রী বিরাম বোস।
প্ল্যাটফর্মের চারিদিক জুড়ে ডেকেছে বান
নিয়ন আলোর। নবোঢ়া বধূর কী ফোঁস ফোঁস!

এই কান্নার কণাও যে হায় যাবে না,
ট্রেনের সঙ্গে যাবে না,
সেই কথাটুকু ভুলেও যে কেউ ভাবে না—
কী আপসোস!
হাওড়া স্টেশনেই জন্ম—এর তো লয়,
হায় প্রেম কবে সুনির্ভয়!

তিন সপ্তাহ পরে কোন্ দেশে আসবে ভোর,
হ্যামস্টেড ঘিরে ভাসবে কুটিল কুয়াশাজাল,
বেসমেণ্টের টেবিলের পরে ডিশের ভিড়,
জানলার পারে গোলাপকুঞ্জ টালমাটাল!
কত 'পামেলা' যে হৃদয়ের দ্বারে তখন চোর,
চুমকি জ্বলবে জলে-জলে ওই টেমস্ নদীর!

হাওড়া স্টেশনেই জন্ম—এর তো লয়।
হায় প্রেম কবে সুনির্ভয়?
নবোঢ়া বধূর দৃষ্টি ঝাপসা, ট্রেন চলে যাবে বাইরে,
প্ল্যাটফর্মের বাইরে।
সময় যে আর নাই রে!

যে রুমাল ছিল উড়িয়ে উড়িয়ে বিদায় দেবার পক্ষে,
হাতে নয়—সেটা ঘুরে-ফিরে ওঠে চক্ষে।
এই সুফল :
মুছাবে এটাই চোখের জল!

টাহো হ্রদ

কোন্ এক কাঠুরে হেথা পেয়েছিল সোনার সন্ধান,
তারপর শুরু হল মত্ত অভিযান।
ক্যালিফোর্ণিয়া কর্মঠ হল, ভাগ্যান্বেষীদল
উন্মাদ, চঞ্চল !

সিয়েরা-নিভাডা দূর দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।
প্রাচীন জঙ্গল আর বরফে স্থবির।
দুর্ধর্ষ গভীর।
সেটাকে পেরতে হবে। লোভীদের দল
কেউ বা বিফল হল, কেউ বা সফল !

মানুষের ছোঁয়া পেয়ে দুর্গম পর্বত
একে একে খুলে দিল বহু তার পথ।
সিয়েরা-নিভাডা পেল শহর-সম্মতি,
স্বর্ণপ্রসূ দেহে তার বাণিজ্যিক-জ্যোতি !

ধূর্তদের উন্মত্ত লোভে সে-সোনার খনি
দিকে দিকে আজকে তো হয়েছে নিঃশেষ !
সোনা নেই—সৌন্দর্যউৎস নয়নের মণি
পালটেছে বেশ।

শত শত উজ্জ্বল হ্রদ জলে ভরভর
সোনা নয়—তারা আঁকে সোনালী-স্বাক্ষর।
গিরিবর্ত্মে, অরণ্যে যেন স্বপ্নস্বয়ংবর !

পাইন সীডার আর দেওদারশাখা
তুলেছে সংরক্ষিত বনে সবুজ পতাকা।

স্যানফ্রান্সিসকো জুড়ে জুলাইয়ের ছুটি
গ্রীষ্মাবকাশরচনামত্ত তাঁবুদের খুঁটি
আজ মুখোমুখি।
শিথিল হয়েছে দৃঢ় শৃঙ্খলের মুঠি।
দেখে তো হয় না মনে কাউকে অসুখী।
বালুতটে বেপরোয়া পুরুষ-প্রকৃতি,
বিচিত্র দেহবাস, হাসি ঝরে পড়ে
রোদের ঝালরে!

মোটর-বোটের ঘাঁটি শূন্য হয়ে আসে।
জলে-জলে জীবনস্রোত মত্ত চারপাশে।
পানপাত্রে জ্বলে ওঠে প্রেমের স্বীকৃতি।
ট্রেলার-স্বপ্নেতে লীন গ্রীষ্মের বিকাল,—
কার্ণেলিয়ান বে' তে আজ হয়েছে উত্তাল।
জুয়ার আড্ডায় চলে পটু বিকিকিনি,
গিফট-শপে রক্তিম ঠোঁট—লীলাপসারিনী!

ক্যালিফোর্ণিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্তে কী জ্বলে
সোনার বদলে
টাহো হ্রদ—কাকচক্ষু স্বচ্ছ যার নীর,
পাহাড়ের অঙ্কে মৌন বেদান্ত-কুটির?

অনির্বাণ

সে এক আশ্চর্য সুর
শুনেছি প্রত্যূষে।
শুকতারা অরণ্যশীর্ষে
জ্বলে জ্বলে ম্লান।
আতশ সমান।
গলে যায় কঠিন পাষাণ॥

প্রদোষের অন্ধকার হারাতে হারাতে
হার মানবে না জানি সমুদ্র-সৈকতে।
নীল নীল দীপগুলি জ্বলে।
প্রবালের বাতিঘরে আলোর ফোয়ারা।
দূরপ্রাচ্যে তারা নিশাচর
অন্তরের স্বপ্ন আর আকাশজ্যোতিতে
আগ্নেয় করেছে যারা ঘর।
তাল আর তমালের রাজ্য নয়।—
বালুঝড়
লুণ্ঠনের নিত্য সহচর!

গলে যাবে প্রদৃপ্ত পাষাণ,
অন্ধকার ক্ষয়ে যাবে—
সেই এক নবীন প্রত্যূষে।
হয় তো হবেও বা বিদ্ধপ্রাণ
অনির্বাণ—ক্রুশে!

ইতালি

মাইকেল এঞ্জেলো আজও ঘুমন্ত চমকায়,
কীটসের প্রহরগনা হয়ে যায় শেষ,
ভেনিসের বণিকবংশ কারে যে ধমকায়,
ফ্লোরেন্সের হ্রদে রূপ-নৌকা সমাবেশ !
কর্সিকার কফিঘর হয়েছে নিরালা,
মুসোলিনী গির্জার বাণী শোনায় 'মিলনে'।
চৌর্যবৃত্তি-লাঞ্ছনায় সুতপ্ত সভ্যতা
সোহাগের দৌত্যে লিপ্ত রেস্তরাঁর কোনে।
পররাষ্ট্রনীতির স্তরে যে বাতিটি জ্বালা—
চঞ্চল সে নাকি নিয়ে দান্তের সততা ?
আশা ও নৈরাশ্যভরা ইতালির রাত—
এনেছিল 'দি প্রিন্স' বইয়ে কৌটিল্য প্রভাত।
গণভোটে মাকিয়াভেল্লি হয়েছে চুরমার,
বেড়েছে কাজের চাপ সংগ্রামী উল্কার !

পূর্বাশার গিরিদ্বারে

ছড়ানো গড়ানো উঁচু পাহাড়ের ভিড়,
হিমালয় ফেলেছে শিবির।
এখানে সকাল হয়—বুকে তার অশেষ প্রত্যয়,
আপন ঐশ্বর্য নিয়ে অরণ্যরা লিখেছে বিজয়।
কোন্ এক অদৃশ্য গুহা ফুঁড়ে
নেমে আসে জলস্রোত—উদ্বেল উজ্জ্বল,
পরিধির সীমা ছুঁড়ে ছুঁড়ে
তরঙ্গ-তুরঙ্গ চলে উর্জস্বী সফেন সচল।
খরস্রোতা বয়ে যায়—উপরে চড়াই,
নীল নীল জলরাশি বলে, নাই নাই
সময় তো নাই।—
শঙ্খের ধ্বনিতে দিক মুখরিত করো।
সরো—সরো—সরো।
নিজেকে অঞ্জলি দেয় তুষার-পাহাড়,
নীল নীল জলে ভাসে শিলাদের হাড়।
প্রহরী সাইপ্রেস
অন্ধকার করে তোলে পাহাড়ী-প্রদেশ।

হিমালয় ফেলেছে শিবির।—
সকাল প্রসব হয় শেষে:
পূর্বাশার গিরিদ্বারে ওকি দেখা যায়?
একটি স্বর্ণ পানসি যেন আসে ভেসে—
সুপ্রদীপ্ত সূর্যের আভায়।

চাঁদমারি

অনেক দূরে ওই যে বালিয়াড়ি,
বনলতার ছিল সেখানে বাড়ি।
ঝড় উঠল সে-এক মাঝরাতে ঃ
মাছের মড়ক লাগল চিল্‌কাতে !

উপত্যকার সবুজ তৃণভূমি—
চামেলি-জুঁইয়ে মগ্ন মৌসুমী
লাঙলে হল পিষ্ট আজ ধরা,
শাসিয়ে ফেরে রক্তচোখ খরা।

এখন তবে যা আছে বালিয়াড়ি,
না জানি কবে—সে হবে চাঁদমারি

ফ্লেমিংগো

কচ্ছের এলাকা জুড়ে ফ্লেমিংগোর ভিড়।

স্তূপীকৃত লবণাক্ত মৃত্তিকার চিড়
শুষে নেয় সূর্যের রুধির।
উজ্জ্বল জ্বলন্ত শ্রস্ত ইস্পাতের ক্ষেত
হীরক রৌদ্রের ভারে অবিশ্রান্ত শ্বেত।

সে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ফ্লেমিংগোর ভিড়।
ওরা দল বাঁধে, ওরা বসে ডিম পেড়ে,
রাজহংসের কলস্বর কণ্ঠে নেয় কেড়ে।
লবণাক্ত জলাভূমি ভরে যায় চিক্কণ ডানায়,
ওদের মাংসল জিভ উপকূলবর্তী চক্রদ্বীপেই মানায়
সম্বর হ্রদের তীরে সন্ধ্যা এলে পর
ওদের আনন্দ হয় বসন্তের পাতার মর্মর!
স্পেনের গুয়াডিলকুইভার নদীর বদ্বীপে
ওরা খুদে কীট খোঁজে নিঃশব্দে পা টিপে।
গোলাপী-শাদায় মেশা মাজিত পালক
সমুদ্রের সমুন্ন বুকে ঝরায় আলোক।
আফ্রিকা এশিয়া আর ইউরোপ নিয়ে,
ফ্লেমিংগোর চারণবৃত্তি—বন্ধন বাঁচিয়ে।
ঝিলে ঝিলে ছায়া ফেলে সুনীল আকাশ,
ওরা চেনে ভিজে টিলা আর ঋজু ঘাস!

কত দূরে

কত দূরে সেই সমুদ্র—সেই
আকাশের ঝাঁকামুটে
মেঘের আঁশকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখে!
এখানে বালির পিঁপড়ের ভিড়
পিঁপড়েরা সব জুটে
সাহারা-দিবস হাঁকে!

দু-একটি গাছ দুপুরের জালে
শীতল ইন্দ্রধনু।
ধূ ধূ বালুচর—শুধু বালুচর
'মেরিনা'-মগ্ন তনু।
হাওয়ায় জ্বলছে বালুকার ক্ষেত
সমুদ্র গেছে সরে,
কৃষ্ণচূড়ায় আঁকা নাকি দিন
সেণ্ট টমাসের গোরে?

জর্জ টাউনের সবই আছে—শুধু
দেয়ালেতে নেই ঘুঁটে!

তুঙ্গভদ্রা

সর্বাঙ্গে শানিত রূপ। তুঙ্গভদ্রার বিপুল বিস্তার।
দীর্ঘসূত্রী স্রোতগুলি মেলেছে সবুজ পাখা।
আশেপাশে বর্ণাঢ্য ক্ষেত—প্রতিরোধে উতলা অবশ।
প্রিয় পটভূমি নিয়ে নতজানু খেজুরের গাছ।
সোনালী হলুদ কাঞ্চন—
কত ফুল হেঁটে যায়, হেঁটে যায়।
চলে যায় তুঙ্গভদ্রা ক্লান্তিহীন দৃষ্টির আড়ালে।
পাথরের নিষ্ঠুর আঘাতে কাঁপে বিষণ্ণ বিপন্ন তার দেহ।
মাধুর্য নিয়ে সে তবু চেয়ে থাকে রাত্রদিন উদ্যত প্রহর
অগোছালো আকাশের পানে।
সুদূর দিগন্ত তাকে সিদ্ধহস্তে হাতছানি দেয়।
সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ও ছুঁয়ে যায় প্রসিদ্ধ উপমা।—
রঙিন চামচে রঙ গোলে। রঙ গোলে তারা ক্লান্ত
উল্কার ছায়ায়।
তুঙ্গভদ্রা হাসে আর কাঁদে।

আমরা ট্রেনের যাত্রী। উন্মুখ, মুখর।
সামনে বিপুল পুল কেঁপে ওঠে তারের ভাষায়।
তুঙ্গভদ্রা পার হই। তটিনী সে তখন আতুর।
আমাদের চোখে তার ভালোবাসা যত না নিকট—
সর্বহারা কৃষাণীর চোখে তারও দূর!

অবশ্যম্ভাবী

তোমাকে যখন দেখতে চাই মনের দর্পণে,
তখনই বয় সেই সে ঝড় সুদূর শ্মশান ছেয়ে।
আকাশে মেঘ। তালের দ্বীপে নদীর গর্জন।
দুকূল ভেঙে পদ্মা ছোটে—রক্তলোলুপ রূপ।
পাঞ্জা লড়ে ঝড়ের সাথে ঝাউয়ের জঙ্গল।
স্রোতের জালে ভাসতে থাকে অসংখ্য যে শব!
গহন রাতে পাখির জাগে আর্ত কলরব।
কুটির ছেড়ে বেরিয়ে আসে সর্বহারার দল।
মুখেতে নেই কোনোই ভাষা, সবাই যেন চুপ,
আগুন ওঠে লকলকিয়ে খড়ের গোলা পেয়ে।
স্তব্ধ চোখ, স্তব্ধ মুখ, অবাক্ শিশুমন।

জানি তো গেছে বয়েস ঢের দিব্য দর্শনে!
তবু তো দূর করে মধুর অবাধ্য এই রাবি,
যা ছিল কবে সে শৈশবে অবশ্যম্ভাবী!

শপথ

তোমাকে পাওয়ার মৃত্যু আজকে মেনে নিলুম।
এই অস্থির আণবিক মেঘ— আর্ত ধরার টঙ্কারে
বন্যালুদিন থর থর কাঁপে নগ্ন কপট ঝঙ্কারে।
তোমাকে আমার মৌন সকালে বিদ্যুৎহাতে টেনে নিলুম ॥

কত মৌসুমী রাতের আলোয় দুঃস্থ আগাছা অকিঞ্চন
রূপালী চাঁদের আলোতে করেছে নীলপদ্মটি অন্বেষণ।
প্রহরের সেই ঝিঁঝিস্বরই বোঝে ভগ্নবুকের কানাকানি,
তীর্থদ্বীপের দেবদারুতলে হয়নি কী তাই জানাজানি?

সবই রৌদ্রের পিপাসা-আগুনে নিঃশেষে আজ ছুঁড়ে দিলুম

এখন কেবল লঙ্গিত শপথ—তারই স্মৃতি নিয়ে টানাটানি।
ময়ূরপঙ্খি নৌকার খোলে গর্জে কখন উঠবে ধূম ॥

সঙ্গবশে

সঙ্গবশে লজ্জা খসে যদিই গোপনে
চন্দনরস অঙ্গবিবশ পীযূষ স্রবণে !
হৃদি— কুন্তভরনে
ওযে— ইন্দ্রমণি সোনার খনি সান্দ্রশয়নে।

মর্মকথায় সব বারতায় প্রতিশ্রুতি কার ?
ক্লিন্ন কাঁটার রাগসম্ভার গোলাপটি তোমার !
অক্ষিতারায় নিত্য হারায় অসীম পারাবার,
দীপ জ্বালিয়ে বইছ তরী—করছ পারাপার !

মন দেহ তাই সন্দেহ নেই সোহাগ-বপনে,
তোমায় ছেড়ে নেব কেড়ে পরকে কেমনে ?
সৃষ্টিছাড়া হাজার তারা উজল আকাশে,
মঞ্জুহাসি সঞ্জীবনী ফাগুন বাতাসে !

যাক ভীরুতা দ্বন্দ্ব মিতা সফল স্বপনে,
এই সুমতি হোক আরতি তোমার স্মরণে ঃ
ক্ষণকালই অনন্ত যে জীবন-মরণে—
সঙ্গবশে লজ্জা খসে যদিই গোপনে !

মেঘমল্লার

রঙীন মনের রামধনু-আঁকা বৃষ্টির দিনগুলি :
বন্যামুখর বাওন-ঝরনা লাবণ্যে দিক লোটে,
নাগীন হ্রদের নীলপদ্মরা পানিফল বনে বনে
জুঁই হয়ে ফুটে ওঠে !

হিমালয়-বুকে অমরতীর্থ অমরনাথের ছোঁয়া
লাদাকের পথে সফেন নীলাভ জোয়ারে পড়েছে বাঁধা।
তুষারমৌলী পাহাড়ে-পাহাড়ে কুমারী মেয়ের রাত
এনেছে কী অনুরাধা ?

এখানের এই নিটোল রসালো আপেল-অনুপ্রাসে
চিনার গাছের ত্রস্ত ছায়ায় ত্রিকালদর্শী দিন ?
ঝিলমের পারে রবি নিবু-নিবু—শিকারাক্রান্ত সীমা
হানছে কী দূরবীন ?

চশমাসাহীর আখরোট বনে ফুল নয়—ফুলঝুরি।
মুঘল যুগের মেঘমল্লারে বর্ষা-মহোৎসব !
আঁচলের তলে পিছল হয়েছে তনিমার জারিজুরি—
গোলাপের সৌরভ !

আকাশচুম্বী বনস্পতিকে কাছে ডাকে কুঙ্কুম
পাইন আর ফারে মোনালিসা-হাসি—ঝকঝকে সোনাসার !
কোলহাই তুষারে মেঘ-ময়ূরের নৃত্যে টুটেছে ঘুম।—
অনুরাধা দুর্বার !

ছৌনৃত্যের দর্শক

ঘরেতে নেই বাধন তাই নিয়েছি মেনে মাঠ,
কে জানে এই জায়গাটারই নাম কী বালুর ঘাট!
ঘুমন্ত সে রক্তটারই গোপন গর্জন
তুলবে কবে শিকলভাঙা ঝড়ের তর্জন।
কাজল-নীল ছায়ায় ভরা ও-লাখুটিয়ার খাল
কেয়ার বনে শঙ্খচূড়ের জটায় উত্তাল!
পানডুবকীর কলধ্বনি মজা দিঘির ধার
ঝিঁঝির ডাকের করাত দাঁতে পাবে কী নিস্তার?
মহুয়া আর তলতা বাঁশে জাগবে মানভূম,
ভূতুড়ে ওই পাহাড় বেয়ে অন্ধকারের ধূম।
ঢল নামবে ব্রহ্মপুত্রে, নাকারার আওয়াজ
আনবে টেনে গহন থেকে বন্য হাতির ঝাঁঝ।

মেঘের মাদল তুচ্ছ করে নাগা পাহাড়ের ঢাক
আজ বেজেছে, ছৌনৃত্যের দর্শক নির্বাক্!

তুহিন-ঘুম

দুচোখে স্বপ্ন : এখন মিষ্টি বৃষ্টিরাত,
ভিজে চুলগুলি উৎস তোমার সুগন্ধের।
স্বল্প আলোকে কত নির্জন দুখানি হাত
যৌথলগ্নে খুলেছে কবাট দিগন্তের ॥

কোন্ আশ্বিনে কী চেয়েছি আর কী দুর্লভ
সত্যসন্ধ রক্তে নেমেছে আজ জোয়ার।
অকৃতদারের অঙ্কসূত্রে কী বৈভব
হৃদয়ের মানচিত্রে এঁকেছে বৃত্ত তার ॥

ব্যাপ্তিতে এর না জানি কখন আসবে ভোর,
বাইরে ক্ষেতের সবুজ ফসলে চলছে দোল।
মৃত্যুবাসরে নদীসঙ্গম কত বিভোর
ওচোখে জ্বালবে প্রদীপ, গণ্ডে হাসির টোল ॥

আনাচে কানাচে ঘনরাত যবে হবে নিঝুম,
পৃথিবী ছুঁড়বে তোমার দুচোখে তুহিন-ঘুম ॥

দুর্গের চোখে তাজ

আবছা চাঁদের আলোয় বনাঞ্চল
শিশিরেতে ভিজে নয়নে এনেছে জল।
ধোঁয়া নেই তবু ধোঁয়াতেই একাকার
মাটির কুটির—মাথায় টালির সার!
কোথায় দোকান—কে যে নেশা করে
কী যেন লাফায় জলে,
গঞ্জের নদী পার হতে গিয়ে
গাঁজায় আগুন জ্বলে।
দুখানি রুগ্ন পায়েতে হয়েছে হাজা :
গুমরোয় বধূ—আখ্যা পেয়েছে বাঁজা!
সপ্তাহ আগে ছেলে গিয়েছিল কাজে···
মৃত্যুযাতনা মায়ের তেমনি বাজে!
তেঁতুলশাখায় পোকাদের মরশুম,
গাঁয়ের শ্মশানে পাগলির চোখে ঘুম!
কুকুরের সাথে মনটাও শুয়ে পড়ে
ছাইয়ের গাদায়—কী কোন্ দাওয়ার খড়ে

ওদিকে পরব : রোমাঞ্চ লোক খোঁজে,
দুর্গের চোখে তাজ আজো স্বপ্ন যে!

তোমার নাম

সুরের বন্ধু দূরের বন্ধু আজকে তোমার নাম—
হৃদয়খাতার পাতায় পাতায় সানন্দে লিখলাম।
নিশিদিন ভোর কঠিন-কঠোর অশান্ত পারাবার
চোখের সুমুখে উঠেছে যে রুখে, দিয়েছে যে ঝঙ্কার—
লীলায় তো তার শেষ বেলাকার লগ্ন ঘনিয়ে আসে,
পূর্ণিমা-চাঁদ হয়েছে অবাধ সবুজ হ্রদের ঘাসে!
বকুলের ছায় বাঁশি সুর গায় কী মায়ায় অভিরাম,
আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলাম
তাইতো তোমার নাম!

রাত্রির শেষে দিন এসে মেশে হৃদয়ের দ্বারে যদি,
এই দুটি চোখে নেশা এসে ঢোকে—কামনা বনৌষধি!
তবে কী তোমার কিছু বলবার বাকি থাকবে না আর?
গুণ টেনে টেনে হার মেনে মেনে স্থল-জল একাকার।
দিশাহারা দিক দেখে অনিমিখ নারিকেলবন দূরে,
অজানা লক্ষ্যে নিটোল সখ্যে ফলগুলি ওঠে পুরে।
স্বপ্নশিলায় ধোঁয়া গলে যায় কুঙ্কুমে অবিরাম—
আকাশে-বাতাসে তারা হয়ে হাসে
তাইতো তোমার নাম!

সমাবর্তন

বকুল তখনো মুকুল ছিল
নিচেতে নামতে পারেনি,
আকাশের মেঘ দুকূল ছিল—
চাতকের ধার ধারেনি।

তারপর কোন্ ছাত্রী-নিবাস
কর্মক্ষেত্র শোলাপুর,
ভেলোর, মাদুরা, এটোয়া-আবাস
যৌবনে ফের কোলাপুর!

(তারপর গেল কত যে বছর কেটে,
বৃদ্ধ হয়েছি আপিসেতে খেটে-খেটে!)

ঝেলামের এক হোটেল-মালিক
সকালে আমাকে ধরেছে,
পরস্বামী সাথে কুমারী এ কোন্
আত্মহত্যা করেছে!

কাকদ্বীপ

রাত হয়ে এল ভোর।—
ধূসর আকাশ মুক্ত বলাকা
কাঁপে দিগন্তে—দূরে।
সপ্তর্ষির দোর
ছুঁয়ে আসে বুঝি চোর,
দিনরঙ এল ঘুরে॥

ধানক্ষেত ভরে জল।
শুধু জল— শুধু জল।
ভাঙা রাস্তার হু'পাশের ঢল
ক্ষুধিতের মনোবল,
চাকার বচসা-স্থল!
জীর্ণকুটির কেন্দ্র এ কোন্—
কিসের প্রবঞ্চনা?
পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে
জননী অন্যমনা!

গুড়ের জিলিপি—টালির দোকান ঘরে।
নৌকায় ভরা খাল।
সান্ত্বনা নেই শাড়ি ও ডাবের দরে,
প্যাচপেচে ঘাস—সাড়ে ছ'আনার মাল··
প্যাচপেচে ঘাস,
ঘোরে পাতিহাঁস
মাছিরও বিকাশ
জাগিয়েছে মহাকাল।

রেস্ট হাউসের আকারে আহা কি
বিচিত্র সমাদরে—
শ্মশানকক্ষ সাজিয়েছে মহাকাল !

পুকুর-পদ্ম—সবই আছে, আছে
তিল-তর্পণ ও ছিপ,
নামখানা পথে অনুগামী নাকি
পশুশিশু : কাকদ্বীপ ?

বিষ্ণুপ্রয়াগ

রোদের নেশায় ধবলগিরি তুষারে হল কাঁচ,
অন্ধকারে পিছল পথ এঁকেছে আখরোট,
বিজন ঘনপাতার ফাঁকে মত্ত চীরগাছ
ঘাংরিয়ারই উইলো-ওকগোষ্ঠী এক জোট !

ভালুকবনে ভল্লুকেরা কবে না মৌচোর ?
বিছুটি আর তামাকপাতায় হলুদ জঙ্গল।
বাঘ তো নেই— গ্রামের নাম তবু যে বাঘডোর,
আফিংফুল ও আইভি ঝাড়ে হাওয়ার হিল্লোল !

জংলীফুল ও গোলাপযূথ কাঁপছে অহর্নিশ,
কী নির্জন সামনে এই লক্ষ্মণ-মন্দির,
পাহাড়ী নদে ঝরনা পড়ে সাপের তোলে শিস,
মহাকালের ঘণ্টা শুনি পরম গম্ভীর !

কাকভূষণ্ডী সুর তুলেছে কর্ণগঙ্গার,
বিষ্ণুপ্রয়াগ পুণ্য—ছোঁয়ায় অলকানন্দার !

ডাক

তোমার ও-স্বপ্ন যদি রাতশেষে ফিকে হয়ে আসে
হাওয়া হয় প্রজাপতি আয়নার লেসের পর্দায়,
বৃষ্টিভেজা কচি ঘাস কেঁপে ওঠে জানলার পাশে,
কদমের ডাল সাজে রোমহর্ষ কুঁড়ির সজ্জায়।—
মশারি কাঁপানো হাওয়া। নিষিক্ত নিবিড় নিঃশ্বাসে
জলচুড়ি বেজে চলে। বাবলায় ঘেরা নদীপার।
মরাগাঙে কে জানে যে কত রাতে জেগেছে জোয়ার!
কুয়াশাবন্যায় দূর ঝাউবন: অমিত আষাঢ়!

তোমার ও-স্বপ্ন যদি রাতশেষে ফিকে হয়ে আসে,
টিউলিপ-বন কাঁপে অবিরাম বৃষ্টির ঝাপটায়,
তখনো না যদি আলো ফুটে ওঠে তসর আকাশে
জুঁইফুল গতগন্ধ নওলাক্ষা উদ্যান-প্রচ্ছায়!

কী আর করবে তুমি, পাশের বালিশ টেনে নিয়ো।
যতক্ষণ ডাক না আসছে—আরেকটু ঘুমিয়ো॥

দ্ব্যর্থক

এখানে রাজনীতির ঝড়-ঝঞ্ঝা মাঝখানে—
কী হবে খুঁজে—জীবন নিষ্কলুষ নিরুদ্বেগ ?
স্বার্থ স্বাতন্ত্র্যবাদী—প্রেম তো তাই জানে।
মোহেরই স্তরভেদের এক বর্ণ-বিন্যাস ঃ
অর্থ সুস্পষ্ট নয়, তবু তো আছে মানে,
আঘাত— দিশাহারার রচে নূতন ইতিহাস !
জৈব উদ্দেশ্যে গড়া কালবোশেখির মেঘ
উৎপীড়িত বাউল মেয়ের আঁচল ধরে টানে।
হিতৈষীদের দল নেমেছে সমাজ-কল্যাণে,
দেবাসুরের যুদ্ধ তো নয়— শুধুই সংঘাত,
হিংসা আর স্বার্থ নিয়ে কুটিল কালো রাত-
সৃষ্টির চাপল্যে তূণ সুকৌশলে হানে।
প্রাণোত্তাপের প্রশ্ন তাই বাইরে উজ্জ্বল।
গভীরে শুনি মানবাত্মার রক্ত-কোলাহল ॥

অগ্রণী

মাথা তো আমরা তুলেই রেখেছি আকাশে,
ক্রান্তির কাল ব্যর্থ হয়নি জানা।
সাগর পেরিয়ে এ-জয়বাণীই বাতাসে—
তুচ্ছ করেছে মৃত্যুর পরোয়ানা।

মাড়িয়ে এসেছি অনেক গ্রহের অনেক অন্ধকার,
খুলে খুলে গেছে জতুকগৃহের অনেক বন্ধদ্বার।
তবু তো ক্লান্তি মানেনি এ-গণতন্ত্রের ইতিহাস,
কৃষ্ণচূড়ার বেদি জুড়ে আজো শহীদের নিঃশ্বাস!

শত শহীদের মণি মায়েদের গর্বে ভরেছে বুক,
বাংলা-আসাম-উৎকল আর ভারতের মাঠঘাট
ক্ষুব্ধ ঝড়ের রাতে ছিল কবে প্রতিজ্ঞা-উন্মুখ,
জঙ্গীবুটের দাপটে কোথাও উদ্ধত তল্লাট!

মাথা তো আমরা তুলেই রেখেছি আকাশে।
পতাকা উড়ছে নূতন যুগের বাতাসে॥